রঙিন শাড়ির সঙ্গে নানা রঙের চুড়ির সমাহার না ঘটলে সাজ যেন কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। কিশোরী-তরুণী বধূসহ সব মেয়ের হাতেই নানা রঙের চুড়ির বর্ণিল সাজ উৎসবের আনন্দকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়

চুড়ির রিনিঝিনি

● সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

সুন্দর হাতের চুড়ির রিনিক ঝিনিক শব্দ রসিকজনের মনে ছন্দের উৎপত্তি ঘটায়। যুগ যুগ ধরে বাঙালি নারীর সাজে চুড়ি অন্যতম পছন্দের উপকরণ। সারা বছরই নারীরা সাজসজ্জায় চুড়ি রাখতে পছন্দ করেন। আর উৎসব অনুষ্ঠানে তো হাত ভরা চুড়ি না হলে বাঙালি নারীদের চলেই না। তাই তো চুড়ি নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা ধরনের মজার মজার গান।

রঙিন শাড়ির সঙ্গে নানা রঙের চুড়ির সমাহার না ঘটলে সাজ যেন কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। কিশোরী-তরুণী বধূসহ সব মেয়ের হাতেই নানা রঙের চুড়ির বর্ণিল সাজ উৎসবের আনন্দকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। বাঙালি উৎসবপ্রিয়। তাই প্রতিটি উৎসবে তারা রঙকে প্রাধান্য দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতিকে সাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। বৈশাখে লাল-সাদা বিভিন্ন বর্ণের রেশমি চুড়ি পরে নিজেকে নানাভাবে সাজায়। আবার দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় পতাকার রঙ মিলিয়ে লাল-সবুজ রঙের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হাত ভরা চুড়ি পরে। প্রতিটি উৎসবেই বাঙালি নারী চুড়ি সাজের জন্য বেছে নেয় শুধু বিশেষ বিশেষ রঙকে প্রাধান্য দিয়ে।

ঋতু বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও বিশেষ দিবসকে গুরুত্ব দিয়ে চুড়ির রঙ নির্বাচন করেন বাঙালি নারীরা। বসন্তে লাল-হলুদ, বাসন্তী। বৈশাখে লাল-সাদা। বিশেষ দিবস যেমন একুশে সাদা-কালো, বিজয় আর স্বাধীনতা দিবসে লাল-সবুজ রঙের চুড়ি হাতে পরে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটায় বাঙালি ললনারা। তবে তরুণীদের কাছে লাল-সবুজ চুড়ি সারাবছরই প্রিয়।

হালসময়ে চুড়ির পাশাপাশি স্বর্ণ বা অন্য ধাতুর বালা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নারীদের কাছে। ইমিটেশনের বালাও রয়েছে এ তালিকায়। আবার অনেকেই এখন ঝুঁকছেন ব্রেসলেটের দিকেও।

কোথায় পাবেন

যারা একটু বেশি ফ্যাশন-সচেতন তারা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস থেকে সংগ্রহ করতে পারেন কাঠের অথবা ধাতব চুড়ি। বিভিন্ন ডিজাইনের হাতে নকশা করা নানা রঙের চুড়ি একটু খোঁজাখুঁজি করলে সহজেই পেতে পারেন। এছাড়া রয়েছে সুতা, লেস ও কাপড়ে পেঁচানো চুড়ি। পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারেন আপনার দুটি হাত।

'চুড়ি' শব্দটি উচ্চারণ করতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নানা রঙ-বেরঙের রেশমি চুড়ি। আপনার একেবারে হাতের নাগালে রাস্তার ফুটপাতে পথ চলতে গিয়েই সাশ্রয়ে কিনে নিতে পারেন পছন্দের রঙের রেশমি চুড়ি। এছাড়া রয়েছে চোখ জুড়ানো 'ঝলক' চুড়ি। সরু এ চুড়ি দেখতে সুন্দর, হাতে পরলে আরো ভালো দেখায়। চুড়ির দাম সম্পর্কে রাজধানী মার্কেটের এক চুড়ি বিক্রেতা বলেন, ঝলক চুড়ি ১৪০ টাকা ডজন। এটি আমাদের দেশের তৈরি উন্নতমানের চুড়ি। রেশমি চুড়ি ২০-২৫ টাকা করে। এছাড়া রয়েছে জয়পুরী স্টিল ২৮০, সুতি চুড়ি ৭০ টাকা। মুক্তার বালা-স্টোন, গিটার আর মুক্তার সংমিশ্রণে তৈরি। বালাগুলো দেখতে খুব সুন্দর।

হাতের গড়ন অনুযায়ী চুড়ি নির্বাচন করা ভালো। জন্মদিন বা বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে মাঝখানে দুটি করে সোনালি বা রূপালি চুড়ি পরে হাতের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে তুলতে পারেন। গোলাকার হাতের অধিকারীরা পছন্দমতো যে কোনো চুড়ি পরলেই তাদের হাতে মানিয়ে যায়। কিন্তু যাদের হাতের গড়ন পাতলা, তাদের হাতে মোটা বালা ভালো মানায়, আর যাদের হাতের গড়ন চ্যাপ্টা তারা চিকন কাচের বা ধাতব পদার্থের চুড়ি বেছে নিতে পারেন।

হাতের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে দুইহাত ভরা চুড়ি হাতের সৌন্দর্য যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনি সাজকে করে পরিপূর্ণ। ■